প্রথম অধ্যায়

অসমীয়া সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস এবং অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। উভয় ভাষাই প্রাচীন ভারতীয় আর্য অর্থাৎ বৈদিক ও সংস্কৃত স্তর অতিক্রম করে মধ্য ভারতীয় আর্য অর্থাৎ প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা সমূহের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, সে প্রায় হাজার বছর আগে। বাংলা ও অসমীয়া ভাষার লিপিও(Script) একই, যাকে বলা হয় কুটিল লিপি। এই কারণে গোড়া থেকেই উভয় ভাষার পাঠ ও বোধগম্যতায় বিশেষ বাধা কখনো সৃষ্টি হয়নি। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখি, প্রাচীন সাহিত্যের চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অবদান উভয় সাহিত্যই নিজেদের সম্পদ বলে গণ্য করে, যেহেতু উদ্ভব যুগে উভয় ভাষারই প্রকৃতি প্রায় একরূপ ছিল, তখনো স্বাতন্ত্র্য-লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেনি। ধর্ম ও সামাজিক চেতনাও ছিল প্রায় একরূপ। অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসকার ডিম্বেশ্বর নেওগ মন্তব্য করেছেন, 'পূব ভারতত অসমীয়া আরু বাংলা ভাষায়ো এই যুগর শেষ ভাগতহে নিজর স্বকীয়া গঢ় লবলৈ ধরে। সেই কারণে অস্পলৈকে বাংলা সাহিত্যের ভিতরুয়া বুলি ধরা বৌদ্ধগান আরু দোহার দরে শূণ্য পুরাণ, কৃষ্ণকীর্তন, আরু গোপী-চন্দ্রর গানকো আমি অসমীয়া সাহিত্যর অন্তর্গত বুলি ধরিছো, কিয়নো সেই বোরত বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য তেতিয়া ফুটি উঠা নাই পূব ভারতীয় বা বৃহত্তর কামরূপীয় ভাষার প্রাধান্য ভাল দরে রক্ষিত হৈছে। সরহ না লাগে কবীন্দ্র, শঙ্কর আরু অনন্ত কন্দলীর দরে ষোড়শ শতিকার অসমীয়া কবি সকলক বঙালীয়ে বঙলা বোলা কথাই ইয়াকেহে প্রমাণ করে যে অসম বঙ্গ আদি বর্তমান ভৌগোলিক প্রদেশ বোধ জন্ম হোয়ার আগলৈকে অন্ততঃ অসম, বঙ্গ আদি সদৌ পূব ভারতর ভাষা মূলক আরু সাংস্কৃতিক ঐক্য অটুট আছিল।' ১

অসমীয়া সাহিত্যের যুগ বিভাগ করা হয়ে থাকে এই ভাবে:-

(ক) আদি যুগ বা বৌদ্ধ যুগ।

(খ) প্রাক্ বৈষ্ণব যুগ বা মধ্য যুগ।

(গ) বৈষ্ণব যুগ বা শঙ্করী যুগ।

(ঘ) ~~বর্তমান~~ বিস্তার যুগ বা শঙ্করোত্তর যুগ।

(ঙ) বর্তমান যুগ বা আধুনিক যুগ।

লক্ষণীয় এই যে বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগের সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্য বিশেষ নেই। অসমীয়া সাহিত্যে যেমন মহাপুরুষ শঙ্করদেবকে কেন্দ্রে রেখে পূর্ব-শঙ্কর ও শঙ্করোত্তর যুগ বিভাজন করা হয়েছে, বাংলা সাহিত্যেও তেমনি মহাপ্রভু চৈতন্য দেবকে কেন্দ্রে রেখে পূর্বচৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগ নির্ণিত হয়েছে। উভয় সাহিত্যেই বিশেষ ধারা সমূহ বর্তমান। যেমন রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের অনুবাদ-কাব্য, বৈষ্ণব-কাব্য, লোক সাহিত্য প্রভৃতি, এবং এর অধিকাংশের উপরই উভয় সাহিত্যের দাবী রয়েছে প্রবল ভাবৈক্য ও রচনা-সাদৃশ্যের জন্যে। এ নিয়ে অবশ্য পন্ডিতদের মধ্যে বিচার বিতর্কের অবকাশ রয়েছে, তবুও সাধারণ ভাবে এই সাদৃশ্যপূর্ণ লক্ষণগুলিকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। ড: মহেশ্বর নেওগের মতে অসমীয়া ভাষা পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক ভাষার রূপ পেয়েছে ১৪শ শতাব্দীতে। 'ইয়ার আগতে অসমীয়া ভাষার পরিষ্কার রূপর নিদর্শন পোয়া না যায়।'২ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায় বৌদ্ধগান ও দোহা এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার মিশ্ররূপ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ যদিও বা থাকে, তৎপরবর্তী অন্যান্য সাহিত্যিক নিদর্শন গুলিতে বাংলা ভাষা ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক দিক থেকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে ঐ ১৪শ শতকেই।

উভয় সাহিত্যেই আধুনিক যুগ সূচিত হয় শাসক রূপে ব্রিটিশ শক্তির অভ্যাগমে। বাংলা দেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে। তারপর অর্ধশতাব্দী পরে ইংরেজী শিক্ষা- সভ্যতা প্রসার সূত্রে বাংলা গদ্যের সূচনা করে সাহিত্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন খৃষ্টান মিশনারীগণ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করে। বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্রিকাও প্রকাশ করেন খৃষ্টান মিশনারীগণ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে, তাদের নাম 'দিগদর্শন (মাসিক পত্র) ও 'সমাচার দর্পণ (সাপ্তাহিক পত্র)। অপরদিকে আসামে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় আরোপরে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে। লক্ষণীয় এই যে অসমীয়া ভাষা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন 'আসাম বুরঞ্জি' লিখেছেন বাংলায় । অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'আসাম বুরঞ্জি' (১৩৬৯ বাং) গ্রন্থটি থেকে আমরা হলিরামের বঙ্গভাষাপ্রীতির নিদর্শন পেয়েছি। হলিরামের গ্রন্থের ভূমিকায় ড: বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া লিখেছেন-' বৃটিছে অসম দেশে অধিকার করার পিছতেই (১৮২৯ খৃষ্টাব্দেত) প্রতিবেশী বঙ্গভাষা আয়ত্ত করি সেই ভাষাত বিজ্ঞান সম্মত

প্রণালীত প্রণালীত ইতিহাস রচনা করিব পরা ক্ষমতাই হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনর বুদ্ধিবেত্তা রসগ্রাহী মনের মনর পরিচয় দিয়ে।(৶) .....পুথির বহু ঠাইত অসমীয়া শব্দ প্রয়োগ করি ঢেকিয়াল ফুকনে বঙ্গ আরু অসমীয়া ভাষার মাজত এক সম্বন্ধ সেতু বান্ধিবলৈ ব্যবস্থা করিছিল। ঢেকিয়াল ফুকনে তেওঁর পুথিত সেই সময়র বঙ্গালী গদ্য লেখক সকলর সংস্কৃত ভারাক্রান্ত ভাষা ব্যবহার করা নাই। তেওঁর গদ্য সমকালীন অসমীয়া গদ্যর দরে সবল। ...ঢেকিয়াল ফুকনে তেনে সর্বজন বোধ্য অনাড়ম্বর গদ্যতেই 'আসাম বুরঞ্জি' রচনা করিছে।...' আসাম বুরঞ্জির রচনারীতির সৌন্দর্য অনলঙ্কার সারল্য আরু বাহুল্য বর্জিত ভাষা বিদ্যাসাগরীয় গদ্যর সমকক্ষ।' (৵)

হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের রচনা রীতির রীতির একটু নমুনা দেওয়া গেল-

' ঐ ফুকন প্রথম মুরশিদাবাদে গিয়া জগৎ শেঠর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতা গেলেন। সে স্থানে আত্মকর্ম সিদ্ধির কোন লক্ষণ না দেখিয়া শ্রীহট্টের পথে ব্রহ্মদেশে গিয়া রাজার পক্ষ হইতে যুদ্ধকে নষ্ট করার কারণ আবার রাজার নিকট সহায়তা যাচ্ঞা করিলেন। বৃদ্ধ রাজা তাহা স্বীকৃত হইয়া কতক সৈন্য সমেত ফুকনকে আসাম প্রেরণ করিলেন। তিনি বৃদ্ধ রাজ দত্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে আসাম আসামে পহুঁছিয়া জয়পুর প্রভৃতি স্থান আক্রমণ আক্রমণ করিলেন। (পৃঃ ৪৭)।৩ তাঁর ভাই যজ্ঞরাম ফুকন 'সমাচার দর্পণ' ৩০ জুলাই ১৮৩১, সংখ্যায় ইংরেজী কবিতার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। একে তাঁদের বঙ্গ ভাষার প্রতি আসক্তির নিদর্শন বলা চলে। তাই বাঙ্গালীদের সাংস্কৃতিক অগ্রবর্তিতা তখন অনস্বীকার্য ছিল। আসামে বিদেশী শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের আগমন ঘটে এখানে।

এই সব নবাগতদের মধ্যে বঙ্গবাসী বঙ্গভাষীদের কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। আসামে বাংলা ভাষার বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও প্রসার সম্ভব হয় ইংরেজ শাসক সম্প্রদায় এর আনুকূল্যে। তাঁরা রাজকার্যে ও শিক্ষাদান কার্যে বাঙ্গালীদের নিয়োগ করেছিলেন অধিক পরিমানে। আদালতে ব্যবহৃত হতে শুরু লাগলো বাংলা ভাষা, বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হলো বাংলা ভাষা ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে । ঐতিহাসিক বলেন:—

" The amlahs of Bengal replaced the official aristocracy when the latter proved themselves incapable of discharging their duties under the alien government. The Task of the new recruits was all the more easier when in April 1831 Government of Bengal made Bengali in place of Persian the Language of the court..... Before long, the newcomers from Bengal not only made the revenue and judicial departments their sole preserve, but their services became equally indispensable to the newly started Government Schools for dearth of local teachers specially to impart instructions in Bengali which had since made the medium of instruction ". [৭]

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে আইন হল, ভারতবর্ষের সর্বত্র স্থানীয় মাতৃভাষা বিদ্যালয়ে ও আদালতে চলবে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত সেই আইন আসামে কার্যকরী করা হল না। ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে এই নিয়ে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে লাগলো আসামে, তাতে নেতৃত্ব দিলেন স্বদেশ প্রেমিক আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন। তিনি তাঁর " Observation on the Administration of province of Assam"- এ আদালতে ও বিদ্যালয়ে বাংলার পরিবর্তে অসমীয়া ভাষা প্রবর্তনের স্বপক্ষে প্রবল যুক্তি দেখালেন। ৫ অবশেষে শাসন কর্তৃপক্ষ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ঘোষণা করলেন, অতঃপর আদালতে ও বিদ্যালয়ে অসমীয়া ভাষাই চলবে। এটি ঠিক বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপতা নয়, এই অসন্তোষ ছিল বাঙ্গালীর ও বাঙ্গলা ভাষার আধিপত্যের বিরুদ্ধে, যা একান্ত স্বাভাবিক, অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের যুগোপযোগী সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে একটা বড় প্রতিবন্ধক ব্রিটিশ সরকার সৃষ্টি করেছিলেন পূর্ববর্তী ভাষানীতির দ্বারা। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার আশংকায় অসমীয়া দেশপ্রেমিক ও চিন্তাবিদ্‌রা শংকিত হয়েছিলেন। নতুবা বাঙ্গালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের আকর্ষণ কিছু কম ছিল না। ঐতিহাসিক বলেন, " Inspite of their animosity against linguistic domination, the intelligentia was not slow in adopting Bengali dress, customs,

usges and even food habits. To counteract the evils of Westernisations, thés was welcomed even by the orthodox section of the community who felt proud to show their common heritage with their progressive neighbours.[6]

আসামে অসমীয়া ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় খৃষ্টান মিশনারীদের দানও অবশ্য স্বীকার্য। বাংলার মতই আসামেও তাঁরা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করে অসমীয়া ভাষায় ব্যাকরণ অভিধান, নানাজ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রকাশ করে অসমীয়া সাহিত্যিকদের সৃষ্টিশীল মনের উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন। ডিম্বেশ্বর নেওগ সত্যই বলেছিলেন যে মিশনারীগণ " not only liberated the spirit of Assamese from the bondage of old World ideas in the confines of the language and domain of thought, but they also removed the confines of the language and made it quite suitable for modern use".[7]

তাঁদের প্রচার মাধ্যম ছিল ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মাসিক পত্র 'অরুনোদই' যা অসমীয়া ভাষায় প্রথম সংবাদ পত্র। এর ২৮ বছর আগে বাংলাতেও প্রথম সাময়িক পত্র 'দিগ্‌দর্শন ও' সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করেছিলেন মিশনারীগণ । প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য,Folk tales of Bengal গ্রন্থের রচয়িতা রেঃ লালবিহারীদে-র সম্পাদনায় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বাংলায় 'অরুণোদয়' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, এবং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল।[8] ' অরুনোদই' পত্রিকা বেঁচেছিল ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। যদিও তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দিগ্‌দর্শন ইত্যাদির মত খৃষ্টধর্ম প্রচার, তথাপি ড: মহেশ্বর নেওগের ভাষায়, ' এই কাকতেই অসমীয়া পাঠকর মানসিক দিগন্ত প্রসারিত করিছিলে আরু ই আমার সামাজিক রাজনৈতিক জীবনর বহুতো ঘটনার সাক্ষী হৈরল...।৯ অসমীয়া ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন এই' অরুনোদই' র লেখক ছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বাংলায়[9] আসাম বুরঞ্জির লেখক হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন তাঁর পিতা। আনন্দরামের সাহিত্যকীর্তি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, তবে' অরুনোদই' পত্রিকা এবং আনন্দরামের

প্রধান কৃতিত্ব হলো নিজ ভাষা সম্পর্কে অসমীয়া সাহিত্যিকদের আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত করা। অসমীয়া ভাষার আত্মপ্রতিষ্ঠার এই আন্দোলনের ফলেই আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের শুভ সূচনা হলো। গড়ে উঠলো নতুন রচনা - শৈলী।

সাহিত্যের বিচিত্র শাখা, যেমন উপন্যাস, নাটক, জীবনী, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, সমাজ চেতনা মূলক ব্যঙ্গ রচনা, কাব্যের আধুনিক রূপ ক্রমেই দেখা দিতে লাগলো। এই নতুন যুগের উদ্গাতা হলেন হেমচন্দ্র বরুয়া (১৮৩৫ - ৯৭)। ইংরেজী শিক্ষিত এই সাহিত্যিক শুধু ভাষা - সংস্কার ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করেই ক্ষান্ত হলেন না, সমাজের দোষত্রুটির তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে লিখলেন 'বাহিরে রং চং আরু ভিতরে কোয়া ভাতুরী' নামক উপন্যাস ও কানীয়া -কীর্তন' নামক নাটক। ডঃ মহেশ্বর নেওগের মতে, 'তেওঁর নিজর ভাষা শৈলী নিটোল ওজঃ সম্পন্ন আরু প্রখর, সি অসমীয়া সাহিত্যর উচ্চাঙ্গর সম্পদ'। ১০ এই সাথে গুনাভিরাম বরুয়ার (১৮৩৭ - ৯৪) নামও উল্লেখযোগ্য। কলিকাতায় শিক্ষিত এই সাহিত্যিক বাংলা দেশের বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্ম সমাজের সামাজিক আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন। তার ফলে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে বাংলায় রচিত উমেশ চন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' (১৮৫৬) নাটকের মত একই বিষয়ে প্রায় একই সময়ে একটি নাটক লিখেছিলেন, নাম 'রামনবমী' (১৮৫৭)। এটি অসমীয়া সাহিত্যের প্রথম আধুনিক সামাজিক নাটক। তাঁর অপর সামাজিক নাটক 'বিবাহ রহস্য'। গুণাভিরাম রচিত 'আনন্দ রাম ঢেকিয়াল ফুকনর জীবন চরিত' (১৮৮০) একটি অপূর্ব সরস রচনা। ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখক রূপেও তাঁর প্রতিষ্ঠা কম নয়, 'অসম অতীত আরু বর্তমান' প্রবন্ধ তাঁর উজ্জ্বল নিদর্শন। রমাকান্ত চৌধুরীর (১৮৪৬ - ১৮৮৯) কৃতিত্ব হলো, তিনিই প্রথম মধুসূদন দত্ত প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ অসমীয়া ভাষায় সার্থক অনুকরণ করলেন তাঁর 'অভিমন্যু বধ কাব্যে' (১৮৭৫)। প্রায় একই সময়ে ভোলানাথ দাসও অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করেন 'সীতা হরণ কাব্য'। তাঁর খন্ড কবিতা সংকলন 'কবিতামালা' ও 'চিন্তাতরঙ্গিনী'র কবিতা গুলির মনোরম লিরিক সুর, শব্দ চয়ন নৈপুণ্য ও ছন্দ সুষমা নব্য কবিতার আদর্শ নির্দিষ্ট করেছিল। যা হোক, এই ভাবে হেমচন্দ্র বরুয়া, গুণাভিরাম বরুয়া

প্রভৃতি সাহিত্যরথী অসমীয়া সাহিত্যে আধুনিক রোমান্টিক যুগ তথা বেজবরুয়া - যুগের আবির্ভাব ত্বরান্বিত করে তুললেন । পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা অসমীয়া সাহিত্যের আধুনিক যুগ নির্দেশক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার পরিচয় তুলে ধরছি বিশেষ ভাবে , কেননা বেজবরুয়া যুগে সৃষ্ট অসমীয়া সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব নিরূপণই আমাদের অভিষ্ট ।

সূত্র নির্দেশ

১। শ্রী সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের " 'অসমীয়া সাহিত্য' গ্রন্থে উদ্ধৃত পৃঃ ২৩ ।

২। অসমীয়া সাহিত্যের রূপরেখা -- ডঃ মহেশ্বর নেওগ , পৃঃ ১৫ ।

৩। আসাম বুরঞ্জি — হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন । অধ্যাপক যতীন্দু মোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত (১৩৬৯ বাং)

4. Political History of Assam . Ed. by S.K. Barpujari & A.C. Bhuyan , Page 62 - 63.

5. Ibid , Page 121 .

6. Ibid, Page 126 - 7.

7. New Light on the History of Assamese Literature -- Dimbeswar Neog. Page 345 - 6.

৮। বাংলা সাময়িক সাহিত্য (১৮১৮ - ৬৭) — ব্রজেন্দু নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় , পৃঃ৫৭ ।

৯। অসমীয়া সাহিত্যের রূপরেখা - ডঃ মহেশ্বর নেওগ , পৃঃ ২৪২ ।

১০। ঐ । - ঐ পৃঃ ২৪২ ।